

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ৩১, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৭ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৬৭ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৬-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩০-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৬৭ নং অধ্যাদেশ

ঢাকা শিশু হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রমে অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নততর সেবা নিশ্চিত
করিবার লক্ষ্যে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু ঢাকা শিশু হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রমে অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নততর সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ ঢাকা শিশু হাসপাতাল অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(১৭৬২৩)

মূল্য : টাকা ৬.০০

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

- (ক) “কর্মচারী” অর্থ হাসপাতালের কর্মে সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, বা বাংলাদেশের কোন সরকারী দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন সংস্থা হইতে প্রেরণে কর্মরত ব্যক্তি অথবা অবৈতনিকভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;
- (খ) “নির্ধারিত” অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
- (গ) “নির্বাহী পরিচালক” অর্থ বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক;
- (ঘ) “প্রবিধান” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
- (ঙ) “বিধি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;
- (চ) “বোর্ড” অর্থ ধারা ৭ অনুসারে গঠিত ঢাকা শিশু হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা বোর্ড;
- (ছ) “শিশু” অর্থ অনধিক ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি;
- (জ) “সরকার” অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- (ঝ) “সভাপতি” অর্থ বোর্ডের সভাপতি;
- (ঞ) “সদস্য” অর্থ বোর্ডের সদস্য;
- (ট) “সদস্য-সচিব” অর্থ বোর্ডের সদস্য-সচিব;
- (ঠ) “হাসপাতাল” অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল।

৩। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।—(১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঢাকা শিশু হাসপাতাল নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) হাসপাতাল একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্বাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। হাসপাতালের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।—হাসপাতালের প্রধান কার্যালয় ঢাকা জেলার শেরে বাংলা নগর নামক স্থানে থাকিবে এবং হাসপাতাল, প্রয়োজনবোধে, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। হাসপাতালের পরিচালনা ও প্রশাসন।—(১) হাসপাতালের কার্যাবলী পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) হাসপাতাল উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৬। হাসপাতালের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।—হাসপাতালের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

- (ক) হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা;
- (খ) শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (গ) শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখা অনুরূপ বিষয়ের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সংগে যৌথ গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- (ঘ) শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা, পুস্তক, জার্নাল, সাময়িকী, ইত্যাদি প্রকাশ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা;
- (ঙ) শিশু স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও এতদসম্পর্কিত একাডেমিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও তৎসম্পর্কিত চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিকসদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (চ) স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টি এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহে পিতা-মাতাদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচিসহ কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু স্বাস্থ্য সেবাসমূহ প্রদান করা;
- (ছ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- (জ) শিশুদের জন্য সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধাদি ও কর্মসূচি আয়োজন করা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শিশুদের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া;
- (ঝ) গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানকল্পে হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে ন্যূনতম ৩০% বিছানা বিনামূল্যে বরাদ্দ রাখা;
- (ঞ) টীকা ও ভ্যাকসিনসহ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবাসমূহ উন্নত করা;
- (ট) শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
- (ঠ) শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতি সাধন, উৎসাহ প্রদান ও সুসংগঠিত করা;
- (ড) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭। ব্যবস্থাপনা বোর্ড।—(১) ব্যবস্থাপনা বোর্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত হইবে এবং উহার নিম্নবর্ণিত সদস্য থাকিবে, যথাঃ—

- (ক) চিকিৎসা পেশায় বিশেষ করে শিশু চিকিৎসক হিসেবে জাতীয়ভাবে সুনাম অর্জনকারী একজন পেশাদার ব্যক্তি বোর্ডের সভাপতি হইবেন;
- (খ) হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক পদাধিকারবলে বোর্ডের সদস্য-সচিব হইবেন;
- (গ) জাতীয়ভাবে সুনাম অর্জনকারী দুই জন বিশিষ্ট নাগরিক;

- (ঘ) চিকিৎসা পেশায় বিশেষ করে শিশুচিকিৎসক হিসেবে অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান দুই জন ব্যক্তি;
- (ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
- (চ) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
- (ছ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
- (জ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা (সরকার কর্তৃক মনোনীত);
- (ঝ) বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মনোনীত একজন সিনিয়র অধ্যাপক।

(২) বোর্ডের সভাপতি ও মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন; তবে সদস্য হিসাবে মনোনীত সরকারী কর্মকর্তাগণ এবং একাডেমিক কাউন্সিলের মনোনীত প্রতিনিধি যতদিন তাহার সংশ্লিষ্ট পদে বাহাল থাকিবেন ততদিন তিনি বোর্ডেরও সদস্য থাকিবেন এবং তাহাদের পরিবর্তে যাহারা উক্ত পদে পদায়িত হইবেন তাহারা সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

৮। সভাপতি ও সদস্যগণের পদত্যাগ ও অপসারণ।—(১) সভাপতি সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে এবং সদস্যগণ বোর্ডের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এবং সদস্যগণের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত এই পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(২) সভাপতি ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক অপসারিত হইবেন, যদি—

- (ক) তিনি সুনির্দিষ্ট আর্থিক বা প্রশাসনিক অনিয়ম বা অব্যবস্থাপনা বা ব্যর্থতা বা ব্যত্যয়ের কারণে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয়; বা
- (খ) তিনি অসদাচরণের দায়ে দোষী সাবস্ত হন; বা
- (গ) তিনি গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত পরপর তিনটি মাসিক সাধারণ বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকেন; বা
- (ঘ) বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে তাহার অপসারণ সম্পর্কিত প্রস্তাবনা পাশ হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অপসারণের পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৯। বোর্ডের সভা।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্বে করিবেন সভাপতি বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য বা উক্তরূপ মনোনয়ন না থাকিলে, সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) জরুরী সভা ব্যতীত অন্য সভার জন্য সদস্যগণের নিকট কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; তবে জরুরী সভা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে আহ্বান করা যাইবে।

(৮) বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী স্থায়ী দলিল হিসেবে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৯) কোন কারণে যথাসময়ে নতুন বোর্ড গঠিত না হইলে নতুন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান বোর্ড সরকারের অনুমোদনক্রমে দায়িত্ব পালন করিবে।

১০। কমিটি।—(১) বোর্ড উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটি বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হাসপাতালের ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) উক্ত কমিটিসমূহের সদস্য সংখ্যা, কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। হাসপাতালের তহবিল।—(১) হাসপাতালের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

- (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরী ও অনুদান;
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- (গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা গৃহীত ঋণ;
- (ঘ) হাসপাতালের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আয় এবং সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ অথবা হাসপাতালের মালিকানাধীন ও পরিচালিত উদ্যোগ হইতে আয়;
- (ঙ) ঢাকা শিশু হাসপাতাল ট্রাস্টের অনুদান;
- (চ) হাসপাতাল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত ফিস ও সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ;
- (ছ) হাসপাতালের অর্থ বিনিয়োগ হইতে আয় বা মুনাফা;
- (জ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য অর্থ;
- (ঝ) বিনিয়োগ হইতে আয় (যদি থাকে);
- (ঞ) বিবিধ আয়।

(২) হাসপাতালের তহবিল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ উত্তোলন করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রবিধান না থাকিলে বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রবিধান প্রণীত না হইলে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৩) হাসপাতালের তহবিল হইতে উহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) হাসপাতালের উদ্দেশ্যাবলী পূরণে অচিরেই প্রয়োজন হইবে না এমন অর্থ, সিকিউরিটি বা সম্পত্তি বিনিয়োগ এবং অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে জনকল্যাণমূলক ও সেবাদর্মী প্রকল্পে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১২। নির্বাহী পরিচালক।—(১) হাসপাতালের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাবলী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) নির্বাহী পরিচালক হাসপাতালের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

(ক) বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) হাসপাতালের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন এবং যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা নির্বাহী পরিচালক পুনরায় স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি নির্বাহী পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।—(১) হাসপাতাল উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। ক্ষমতা অর্পণ।—বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে সভাপতি, কোন সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা হাসপাতালের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৫। চুক্তি।—হাসপাতাল উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে যে কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

১৬। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশী সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

১৭। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।—হাসপাতাল প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট পেশ করিবে।

১৮। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) হাসপাতাল যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর হাসপাতালের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি ক্রিয়া অনুলিপি সরকার ও হাসপাতালের বোর্ড-এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি হাসপাতালের সকল রেকর্ড, দলিল-সম্বলবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং সভাপতি, সদস্য, নির্বাহী পরিচালক এবং হাসপাতালের অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Chartered Accountants Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) এর Article 2 (1) (b)-তে সংজ্ঞায়িত কোন Chartered Accountant দ্বারা হাসপাতালের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে হাসপাতাল Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৯। প্রতিবেদন, ইত্যাদি।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে হাসপাতাল তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনমত, হাসপাতালের নিকট হইতে উহার কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন তথ্য, পরিসংখ্যান, হিসাব-নিকাশ তলব বা উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং হাসপাতাল উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) সরকার যে কোন সময় হাসপাতালের কর্মকর্তা বা যে কোন প্রকার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

২০। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই অধ্যাদেশ, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, সভাপতি, সদস্য, নির্বাহী পরিচালক বা হাসপাতালের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশ বা বিধির সহিত অসমঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বোর্ডের সহিত আলোচনাক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা।—বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মাসিক সম্মানী ভাতা পাইবেন।

২৪। ঢাকা শিশু হাসপাতাল বিলোপ, ইত্যাদি।—হাসপাতাল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে—

- (ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ঢাকা জেলার শেরেবাংলা নগর নামক স্থানে বিদ্যমান ঢাকা শিশু হাসপাতাল, অতঃপর বিদ্যমান হাসপাতাল বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;
- (খ) বিদ্যমান হাসপাতালের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হাসপাতালে হস্তান্তরিত হইবে এবং হাসপাতাল উহার অধিকারী হইবে;
- (গ) বিলুপ্ত হইবার পূর্বে বিদ্যমান হাসপাতালের যে সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব ছিল তাহা হাসপাতালের ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হইবে;
- (ঘ) বিদ্যমান হাসপাতালের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী হাসপাতালে বদলী হইবেন এবং বদলী হওয়ার পূর্বে বিদ্যমান হাসপাতালের চাকুরীতে যে শর্তে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে হাসপাতালে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বদলীর ছয় মাসের মধ্যে বদলীকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী হাসপাতাল নির্ধারণ করিবে এবং উহাতে যদি কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রাপ্ত সুবিধাদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।

তারিখ : ১৬-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
৩০-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।

মোঃ মাহুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd